- তারা জনগণকে এই নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম যে, তারা আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত।
- মডেল গভর্নিং ডকুমেন্টস্গুলো কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় এই ঠিকানায় www.charitycommission.gov.uk/registration/default.asp
- চ্যারিটিগুলো স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত কাউন্সিল ট্যাক্স-এর 80% অবশ্যই অব্যাহতি পাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অব্যাহতির পরিমাণ 100% হয়ে থাকে।
- কিছু ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও চ্যারিটিগুলোকে সুবিধাজনক শর্ত প্রস্তাব করে।

সুনির্দিষ্ট তথ্যাবলী

দি চ্যারিটিজ্ এ্যাক্ট 2006 যে পরিবর্তন এনেছে তা চ্যারিটিগুলোর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে:

- অনুমানভিত্তিক জনসাধারণের সুবিধা রহিতকরণ (Removal of the presumption of public benefit)। অন্যান্য সকল চ্যারিটিগুলোর মত ধর্মীয় চ্যারিটিগুলোকেও জনসাধারনের জন্য তাদের কার্যক্রমের উপকারিতা সবিস্তারে বর্ণনা করতে হবে। চ্যারিটিগুলোকে অবশ্যই জনসাধারণের উপকারের জন্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তাদেরকে অবশ্যই এই উপকারিতা প্রদর্শন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। সাধারণত এর অর্থ হলো:
  - অবশ্যই নির্দিষ্ট করার মত সুবিধা বা সুবিধাসমূহ থাকতে হবে; এবং
  - সুবিধা অবশ্যই জনসাধারণের জন্য অথবা তাদের কোন অংশের জন্য হতে হ

জনসাধারণের সুবিধা সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যাবলী কমিশনের প্রকাশিত চ্যারিটিজ্ এন্ড পাবলিক বেনিফিট: সামারি গাইডেন্স অব চ্যারিটি ট্রাস্টিজ নামক প্রবন্ধে পাওয়া যেতে পারে, যা আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়াও, কমিশন ধর্মীয় এবং জনগণের সুবিধার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছে।

- **£5,000-এর অধিক আয়:** সাধারণত, যেসব চ্যারিটির বার্ষিক মোট আয়ের পরিমাণ £5,000-এর অধিক, শুধুমাত্র সেগুলোকে অবশ্যই কমিশনে নিবন্ধিত হতে হবে। ইহা পূর্বের£1,000-এর পর্যায় থেকে বর্ধিত করা হয়েছে।
- **ব্যতিক্রম রহিতকরণ (Removal of exception):** এই এ্যাক্ট-এ বলা হয়েছে যে, যেসব চ্যারিটিকে পূর্বে ব্যতিক্রমী হিসেবে নিবন্ধন হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল, তাদেরও নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হবে। আস্থা বা বিশ্বাস সম্পর্কিত প্রায়শই উত্থাপিত প্রশ্নাবলী, যেগুলো দ্বারা চ্যারিটিগুলো প্রভাবিত হয়, সেগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই বিধানটি ২০০৯ সালে কার্যকর হবে।
- **অব্যাহতি রহিতকরণ (Removal of exemption):** এই এ্যাক্ট ব্যাখ্যা করে যে, অব্যাহতি প্রাপ্ত চ্যারিটিগুলো ভবিষ্যতে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। পূর্বে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কিছু চ্যারিটিকে নিবন্ধনের প্রয়োজন হবে।

এই বিধানটি 2009 সালে কার্যকর হবে। এই পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে আন্যান্য তথ্যাবলী আমাদের এই ওয়েবসাইটে www.charitycommission.gov.uk পাওয়া যাবে।

চ্যারিটি কমিশন - আমরা কারা?

ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্স এর জন্য চ্যারিটি কমিশনটি এর চ্যারিটিসমূহের নিয়ন্ত্রক ও রেজিস্ট্রার। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল উপদেশ, নির্দেশনা এবং নিয়মকানুন প্রণয়ন করা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আইন বুঝতে সহয়তা করা;
- চ্যারিটিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা;
- চ্যারিটিগুলোর প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা বাড়ানো;
- ভাল কাজের চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করা;
- চ্যারিটিগুলো কি কাজ করে জনসাধারণকে সে সম্পর্কে সচেতন করা;
- পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে চ্যারিটিগুলোকে সঠিকভাবে কাজ করার উপযোগী করা;
- আইন মেনে চলতে উৎসাহিত করা; এবং
- চ্যারিটিগুলোর অভ্যন্তরীণ অভিযোগের তদন্ত করা।

আমরা সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক চ্যারিটিগুলোসহ অন্যান্য চ্যারিটিগুলোর মূল্যবান অবদান স্বীকার এবং প্রচার করি।

আকার এবং উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সমস্ত চ্যারিটির গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যে তারা সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য কাজ করে এবং সরকারী, ব্যবসায়িক বা ব্যক্তি স্বার্থ ছাড়া পরিচালিত হয়। এগুলো নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।

পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ: নিবন্ধন নিয়ে ভাবছেন?

কোন চ্যারিটিকে নিবন্ধনের আগে যেসব প্রধান বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে হয় তার সারমর্ম আমাদের ওয়েবসাইটে রেজিস্টারিং এ চ্যারিটি নামক শিরোনামে পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের রেজিস্টারিং এ চ্যারিটি (CC21)- নির্দেশনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেয়া আছে। আমাদের সবরকম প্রকাশনা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে অথবা আপনি চ্যারিটি কমিশনকে সরাসরি 0845 300 0218 নম্বরে ফোন করে মুদ্রিত কপি পেতে পারেন।

নিবন্ধন টিম একটি সাধারণ কেসের ক্ষেত্রে প্রতি আবেদনে প্রায় ৪০ দিন হিসেবে কাজ করছে। তবে জটিল আবেদনের ক্ষেত্রে তা শেষ করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। নিবন্ধন টিম প্রতি বছর গড়ে 7,000 আবেদন বিবেচনা করে যার মধ্যে প্রায় 5,000 টি নিবন্ধিত হয়।

যদি চ্যারিটিগুলো ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং তাদের প্রশাসন সঠিক উপায়ে এবং ভালো কাঠামো নিয়ে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তারা সমস্যায় পড়বে। আমাদের চ্যুজিং এন্ড প্রিপেয়ারিং এ গভর্নিং ডকুমেন্ট (CC22) নামক একটি নির্দেশনা রয়েছে যেখানে এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়া আছে।

ফেইথ্ এন্ড সোশ্যাল কোহেশন ইউনিট এবং সাম্প্রতিক প্রেস বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য আমাদের ওয়েবসাইট www.charitycommission.gov.uk - তে দেয়া আছে।

ফেইথ এন্ড সোশিয়াল কোহেশন

ধর্মভিত্তিক চ্যারিটি (Charity, দাতব্য প্রতিষ্ঠান) হিসেবে রেজিস্ট্রেশন (Registration)

CHARITY COMMISSION

- ❑ আপনি কি সমাজ সেবা করেন?
- ❑ আপনার কার্যক্রমের অর্থ কি জনসাধারণের অনুদান থেকে প্রাপ্ত?
- ❑ আপনার কি সুনির্দিষ্ট দান গ্রহণকারী আছে?
- ❑ আপনার উদ্দেশ্যগুলো কি জনগণকে সুবিধা দেয়?
- ❑ আপনার বাৎসরিক আয় কি £5,000 এর বেশি?
- ❑ আপনি কি ধর্মীয় অনুদান সংগ্রহ করেন?
- ❑ আপনার সংগ্রহ করা অর্থ কি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত হয়?

উপরের কোন একটি মানদন্ডের জন্য যদি আপনার উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানটি একটি চ্যারিটি (দাতব্য প্রতিষ্ঠান)। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে চ্যারিটি হিসেবে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায় আপনি তা পেতে পারেন।

চ্যারিটি (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) কী?

চ্যারিটি ব্রিটিশদের জীবনের একটি অংশ। এগুলোর পরিধি অল্প সম্পদ দিয়ে স্'নীয় চাহিদা মেটাে"ছ এমন ছোট দল থেকে শুর" করে লাধিক ?অর্থের বাজেট নিয়ে বহুল পরিচিত ব"হৎ চ্যারিটি পর্য^- বিস্তৃত।?

চ্যারিটি কমিশনে নিবন্ধিত 190,000 চ্যারিটির (দাতব্য প্রতিষ্ঠানের) বাৎসরিক আয় £45 বিলিয়ন, বেতন ভোগী কর্মী সংখ্যা প্রায় 600,000 এবং 927,000 ট্রাস্টি রয়েছে। তাদের অনেক ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে এবং বিভিন্ন উপায়ে এগুলো অর্জনের চেষ্টা করে। বর্তমানে কমিশনে রেজিস্ট্রিকৃত 29,000 ধর্মভিত্তিক চ্যারিটি রয়েছে।

চ্যারিটি (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) একটি সংস্থা যা আইনানুযায়ী দান হিসেবে স্বীকৃত এমন এক বা একাধিক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। 1 এর কিছু দান এবং কিছু দান নয় এমন লক্ষ্য থাকতে পারে না। সাধারণ জনগণ যে ভাল কাজগুলোকে দান হিসেবে বিবেচনা করে আইনী দৃষ্টিতে সেগুলো সবসময় দানের সংজ্ঞায় পড়ে না।

একটি চ্যারিটির উদ্দেশ্য অবশ্যই হতে হবে জনগণের কল্যাণ। যারা চ্যারিটি পরিচালনা করেন (এর ট্রাস্টিগণ) এবং তাদের আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কোম্পানীসমূহ ব্যক্তিগতভাবে সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনে এটি অপরিহার্য হয়।

অনেক ধর্ম রয়েছে যেগুলো দান করতে উৎসাহিত করে, যেমন, বাহাই, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম, জৈন ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, শিখ ধর্ম, এবং পারশিক ধর্ম। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো প্রায়শই অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করে, এবং উপাসনালয় বা কমিউনিটি সেন্টারের মাধ্যমে সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। এসবকিছু সাধারণত চ্যারিটির আওতায় সম্ভব।

1

চ্যারিটিজ এ্যাক্ট 2006 চ্যারিটিকে (দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে) একটি সংস্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে যেটা:

- এ্যাক্ট-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত; এবং
- জনগণের কল্যাণে গঠিত।

এ্যাক্ট-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো নিচের তালিকাভুক্ত এবং 2008 সাল থেকে প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা কমিশনের ওয়েবসাইট

www.charitycommission.gov.uk/spr/corcom1.asp
-এ পাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে দান হিসেবে অধিকাংশ উদ্দেশ্য এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত; সর্বশেষ শ্রেণীটি বোঝায় যে দান হিসেবে বর্তমানের সবকিছু অন্তর্ভুক্ত:

- দারিদ্র রোধ অথবা দূর করা;
- শিক্ষার অগ্রগতি সাধন;
- ধর্মের অগ্রগতি সাধন;
- স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অথবা জীবন রক্ষা করা;
- নাগরিকত্বের উন্নয়ন অথবা সামাজিক উন্নয়ন সাধন;
- কলা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য অথবা বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধন;
- অপেশাদারী খেলাধুলার উন্নয়ন করা;
- মানবাধিকার, বিরোধ নিস্পত্তি , আপোষ, ধর্মীয় ও বর্ণগত ঐক্য, সমতা এবং বৈচিত্রকে উৎসাহিত করা;
- পরিবেশ রক্ষা অথবা পরিবেশ উন্নয়নের অগ্রগতি;
- তারুণ্যজনিত কারণ,বয়স, বার্ধক্য, অসুস্থতা, অক্ষমতা, আর্থিক সমস্যা অথবা অন্যান্য অসুবিধায় আক্রান্তদের জন্য সহয়তা প্রদান;
- প্রাণী কল্যাণে অগ্রগতি;
- ক্রাউনের সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি অথবা পুলিশ, অগ্নি এবং ত্রাণ সেবা অথবা এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- আইনে দান হিসেবে অন্য যে কোন উদ্দেশ্য।

চ্যারিটি (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) হওয়ার প্রধান সুবিধাগুলো কি?

জনগণ এবং বিশেষত দানকারীদের, নিবন্ধিত চ্যারিটিতে দান করার সম্ভাবনা বেশি, কারণ তারা জানে যে এগুলো চ্যারিটি কমিশনের নিয়ম কাঠামোর আওতায় পরে।

চ্যারিটিগুলো আকর্ষণীয় কর সুবিধা পায়। তাদের সাধারণত *পরিশোধ করতে হয় না:*

- ✓ **আয়কর:** বিনিয়োগ, জমি এবং সম্পত্তি থেকে অর্জিত আয় যা দানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে;
- ✓ **কর্পোরেশন কর:** ব্যবসায় কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয় যার মুনাফা দানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে;
- ✓ **মূলধনী আয়কর:** সম্পত্তি বিক্রয় থেকে অর্জিত লাভ যা দানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে;
- ✓ **স্ট্যাম্প শুল্ক:** চ্যারিটিতে বদলি অথবা কনভয়েনস (হস্তান্তর) এর ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে; এবং
- ✓ **ব্যবসায় হার:** দানের পরিধি বাড়াতে ব্যবহৃত এবং দখলকৃত দালানকোঠার উপর প্রচলিত ব্যবসায় হারের 20% - এর বেশি চ্যারিটিগুলো পরিশোধ করে না।

যেসব জনগণ চ্যারিটিগুলোতে দান করেন তারা তাদের উপহারের মূল্য এভাবে বৃদ্ধি করতে পারেন।

- ✓ **গিফ্ট এইড** স্কীম-এর আওতায়, একজন ব্যক্তি মূল হারে যে কর পরিশোধ করেছে যুক্তরাজ্যের চ্যারিটিসমূহ তা ফেরত পাবার জন্য দাবী করতে পারে, যার মূল্য প্রতি পাউন্ডে ২৮ পেন্স। উচ্চহারে কর পরিশোধকারীরাও তাদের উপহার সামগ্রীর উপর মূল ও উচ্চহার কর, এ দু'য়ের পার্থক্য ব্যক্তিগতভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারে। এই স্কীম যুক্তরাজ্যের কোম্পানীগুলোকে কর কর্তনের পূর্বেই অর্থ উপহার প্রদানের সুযোগ দেয়।
- ✓ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত উপহার উইল হিসেবে দান করলে তা উত্তরাধিকার **করের আওতামুক্ত**।

অন্যান্য সুবিধা

রেজিস্ট্রিকৃত চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যান্য সুবিধাসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- অর্থ সংগ্রহ ও পরিচালনা ইস্যুতে কোন খরচ ছাড়াই আমাদের কাছ থেকে আপনারা উপদেশ ও নিদের্শনা পেতে পারেন।
- রেজিস্ট্রিকৃত চ্যারিটিগুলোর তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশণ নম্বর এবং ব্যাজ/ব্র্যান্ড ব্যবহারের সুবিধা পায় এবং গিফ্ট এইড আয়োজনের মাধ্যমে এগুলো আর্থিক সুবিধাসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে।
- আমাদের যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষিত কর্মীদের কাছ থেকে পরামর্শ পাবার সুবিধা আছে, যারা ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুসন্ধানের জবাব দেন (টেলিফোন: **0845 300 0218, enquiries@charitycommission.gov.uk**)।